৪.৩ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ কী?

আজ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ বলতে সাধারণত সেই ধরনের সরকার ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে জনপ্রতিনিধিত্ব নেই এবং একটি রাজনৈতিক দল একনায়কত্বের ভিত্তিতে ক্ষমতায় থাকে। রাজনৈতিক দল ও তার নীতি এবং সেই দেশের সরকারের নীতির মধ্যে এতখানি সাদৃশ্য যে সরকার ও দল প্রায় একটি একক।

Cambridge International Dictionary of English সর্বনিয়ন্ত্রণবাদকে চিহ্নিত করে—

- এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে, যাঁরা ক্ষমতাসীন তাঁরা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকেন এবং মানুষকে স্বাধীনভাবে তাঁদের বিরোধিতা করতে দেন না।
- সর্বনিয়ন্ত্রণাদী ব্যবস্থায় সবাই সবাইকে সন্দেহ করে। এমকি নিজেদের পরিবারভুক্ত ও বন্ধুরা।

এছাড়াও, নিম্নলিখিতভাবে এটাকে চিহ্নিত করা যায়—

- স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ।
- রাজনৈতিক ধারণা যে নাগরিক সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্র সমাজের সব ক্ষেত্রে নিজেকে যুক্ত করে, এমনকি নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। এ ধরনের সরকার শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়কেই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে না, জনগণের বিশ্বাস, মূল্যবোধ আচার আচরণ সব কিছুই নিয়ন্ত্রণে আনে। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভেদের সীমারেখা লুপ্ত হয়। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যই সমাজের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আর, বর্তমান সমাজকে আদর্শ সমাজ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা রাষ্ট্রের লক্ষ্য হয়। বলাবাহুল্য, সরকারের মতাদর্শের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ কী তার ধারণার তফাৎ হয়।

জর্জ এইচ স্যাবাইন তাঁর গ্রন্থ A History of Political Theory-তে বলেন যে একটি সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তিবৃদ্ধি করতে সরকারকে সমস্ত ব্যক্তি ও সংগঠনর ক্রিয়া ও স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। অর্থাৎ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের তত্ত্ব অনুসারে সরকার শুধু সর্বশক্তিমান নয়, তার কাজের পরিধি অসীম। কোন কিছুই তার প্রক্রিয়ারের বাইরে নয়। প্রতিটি স্বার্থ ও মূল্যকে সে নিয়ন্ত্রণ করে—অর্থনৈতিক, নৈতিক বা সাংস্কৃতিক। সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন সংগঠন (তা রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন বা সাংস্কৃতিক সংস্থাই হোক) থাকতে পারবে না। সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ, নির্মাণ, বা শিল্প হতে পারবে না; কোন কিছুর প্রকাশনা বা জনসভাও সম্ভব নয়। এমনকি প্রচারের মাধ্যমে করার লক্ষ্যে অবসর ও বিনোদনও নিয়ন্ত্রিত হবে।

রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে সর্ব নিয়ন্ত্রণবাদ একনায়কত্ব বোঝায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা স্থানীয় সরকারের কোন স্থান নেই। সংসদ বা স্বাধীন বিচারব্যবস্থার মত উদারনৈতিক রাজনৈতিক সংস্থা প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস করা হয়। নির্বাচন নেহাতই লোক দেখানো, নিয়ন্ত্রিত।

স্যাবাইনের মত, 'সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সমস্ত দিক সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণ করে—ব্যক্তিগত

বা স্বেচ্ছা পছন্দর কোন স্থান নেই।' বাস্তব ক্ষেত্রে এর অর্থ হল অসংখ্য সংগঠনের বিলোপ সাধন—যথা ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্প সংস্থা ইত্যাদি যেগুলি দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত থেকেছে, সেগুলি হয় মুছে দেওয়া হয় বা রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে নতুন করে ঢেলে সাজায়।

The Great Issues of Politics-এ লেসলি লিপসন বলেন, রাষ্ট্রের আয়তন সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের কাছে গুরুত্বহীন।... সেখানে বিশেষাধিকার, অদ্বৈতবাদ, কর্তৃত্ববাদ ও ক্ষমতা একীকরণের মেলবন্ধন। যখন এই সবগুলি যুক্ত হয় তখন তার মোট ফল দাঁড়ায় সমাজের ওপর রাষ্ট্রের পূর্ণ আধিপত্য ও রাষ্ট্রের উপর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের।

৪.৪ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী শাসনের উত্থানের কারণ

সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী প্রবণতার কোন একটি কারণ নেই। প্লেটো, রুশো ও মার্কস-এর Collectivist রাজনৈতিক তত্ত্বে এর তাত্ত্বিক শিকড় থাকতে পারে। তাকে, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ধরনের সরকারের উদ্ভব সম্ভবত আরো বেশি করে ঐতিহাসিক কারণের সঙ্গে যুক্ত। যথা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের বিশৃঙ্খলা ইতালি ও জার্মানিতে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী সরকারের উত্থান ঘটতে দিল বা তা উৎসাহিত করল; আবার, আধুনিক অস্ত্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে সেই সরকার তাদে ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ও সুসংহত করতে পারল।

১৯৫১তে হ্যানা আরন্ডে (১৯০৬-১৯৭৫) তাঁর গ্রন্থ The Origins of Totalitariansim-এ totalitarianism' শব্দটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। উনি দেখান যে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ বেশ নতুন এবং বিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের মূল বিষয়, তাঁর মতে, আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আতঙ্কের মাধ্যম একটি মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। উনি পৌরতত্ত্ব হিসাবে নাৎসিবাদ ও স্টালিনবাদের সাদৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করেন। কারো কারো মতে সব ফ্যাসিবাদী ও সব কমিউনিস্ট শাসনই সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী। আবার কেউ মনে করেন কিছু ফ্যাসিবাদ শাসন (যথা ফ্রাঙ্কো-র স্পেন, মুসোলিনির ইতালি) ও কিছু কমিউনিস্ট শাসনে (যথা টিটোর শাসনকালে যুগোসলাভিয়া, ডেং জিয়াও পিং-এর নেতৃত্বে চীন ও ফিডেল কাস্ট্রো-র নেতৃত্বে কিউবা) সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের চেয়ে কর্তৃত্ববাদের বৈশিষ্ট্যই বেশি দেখা যায়। কিছু ব্যাখ্যাকার মনে করেন স্টালিনের সোভিয়েট ইউনিয়ন উত্তর-সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী সমাজ।

জার্মানিতে নাৎসীরা এই শব্দটি কমই ব্যবহার করেন। সম্ভবত সর্বপ্রথম আর্নেস্ট জুয়েনগার শব্দটি সামরিক অর্থে সার্বিকভাবে সংগঠিত হওয়াকে বোঝাতে ব্যবহার করেন। সেটা ১৯৩০-এ। পরের বছর কার্ল স্মিট (যিনি একজন অহিনজীবী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে নাৎসীদের অন্যতম মূল তাত্ত্বিক প্রবক্তা হন) টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্র সম্পর্কে নাৎসী সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ব্যক্ত করেন। হিটলার শব্দটি কমই ব্যবহার করেন। এবং যখন করেন তখন তার আগে 'তথাকথিত' শব্দটি যুক্ত করেন। ঐ সময় নাগাদ ফ্যাসিবাদের উদারনৈতিক বিরোধীরাও শব্দটা ব্যবহার করছিলেন তবে তা ফ্যাসিবাদের সমালোচনায়—তার একনায়কত্ব ও দুর্নীতিপরায়ণতার কথা বলতে।

Dictionary of the Soviet Academy অনুসারে ১৯৪০ থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নে এই শব্দটা 'ফ্যাসিবাদী শাসন' প্রসঙ্গে প্রায়ই ব্যবহার হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সমালোচনায় পাশ্চাত্যের লেখকরা ও বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীভুক্তরা সে দেশের শাসনব্যবস্থাকে টোটালিটেরিয়ান বলেন। জার্মানির নাৎসী শাসনের পতনের পর থেকে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও পশ্চিম ইউরোপের অনেক তাত্ত্বিক নাৎসী জার্মানির সরকার ও স্টালিনের শাসনে সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সাদৃশ্যের কথা বলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাৎসী 'সমাজতন্ত্রের' কথা বলা হত না কারণ নাৎসীদের সমাজতন্ত্র প্রচারে ছিল, তাদের তত্ত্বে বা প্রয়োগে নয়। বলা হত নাৎসীবাদ ও স্টালিনবাদ দুটোই সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী। বলা বাহুল্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন এসব কিছুর তীব্র প্রতিবাদ করে ও দাবি করে এগুলি ঠাণ্ডা লড়াই-এর প্রচার।

আমরা বুঝতে পারি, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক যাঁরা নাৎসী জার্মানি বা সোভিয়েট ইউনিয়ন নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা সতর্কতার সঙ্গে এই ধারণাটিকে গ্রহণ করেন। আরেক দল গবেষক আছেন (সাধারণত Neo-conversative) যাঁরা আরেণ্ড ও অন্যান্য সর্বনিয়ন্ত্রণবাদীর গবেষকদের থেকে কিছুটা আলাদা মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে নাৎসীবাদ বা স্টালিনবাদ শুধু শাসনের ধরনেই সমতুল্য নয়, দুটি ক্ষেত্রেই 'সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা' বর্তমান। যাঁরা ঐ মত পোষণ করেন তাঁরা নাৎসী নেতাদের নিজেদের সমাজতান্ত্রিক বলে মাঝেমধ্যে আখ্যা দেওয়াটা দেখান, এবং নাৎসীদের পুঁজিবাদ বিরোধী দলীয় অবস্থানের উল্লেখ করেন। সেই একই কর্মসূচির কমিউনিস্ট বিরোধী অবস্থানকে কিন্তু ঐ গবেষকরা অগ্রাহ্য করেন। এছাড়া, ইটালিয়ান ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের নেতা বেনিটো মুসোলিনি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সমাজতান্ত্রিক ছিলেন সেই বিষয়টা ঐ গবেষকরা তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে তুলে ধরেন।

আইয়ান কেরস, হ্যান্স মমসেন ও জোয়াকিম ফেস্ট-এর মত ইতিহাসবিদরা মনে করেন যে নাৎসী দলের উৎস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী জার্মানির অতি দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী দল ও বর্ণবিদ্বেষী আন্দোলনগুলি আর তারও আগের থুলে সোসাইটির মত আন্দোলনে নিহিত। কার্ল মার্কস, ফার্ডিনাণ্ড লাসেল, কার্ল কাউটস্কি, অগাস্ট বেবেল প্রভৃতির ব্যক্ত করা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের জার্মান সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে হিটলার গোয়েবেলস ও নাৎসী তাত্ত্বিকরা ধারাবাহিকভাবে অস্বীকার করে যান। বরং এই ইতিহাসবিদদের মতে যে বুদ্ধিজীবীদের দিক নাৎসীরা গোড়া থেকেই তাকান (নিটশে বা হস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বার্লেন) তাঁরা বরাবরই মধ্য দক্ষিণ অবস্থান নেন। অর্থাৎ, নাৎসিবাদের তাত্ত্বিক উৎস দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী ও বর্ণবিদ্বেষী চিন্তায়। সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যে নয়।

এছাড়াও নাৎসীরা যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য উদ্‌যাপন করে সেগুলি সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অংশ নয়। হিটলার ও নাৎসীরা ওয়াগনারের জাতীয়তাবাদী অপেরা, বিশেষত দি রাইটে মাইকেল-কে শ্রদ্ধা করেন ও ফ্রেডেরিক দি গ্রেট বা টিউটনিক নাইটদের ইতিহাসের হিরো মনে করেন। আবার উল্টোদিকে নাৎসীরা ফরাসী বিপ্লব ও ১৮৪৮ এর বিপ্লব বা শ্রমিকদের নানা ধর্মঘট ও প্রতিবাদের ইতিহাসকে (যেগুলি সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অঙ্গ) অস্বীকার করে। নাৎসীরা আঠারো ও উনিশ শতকের বিপ্লবী আন্দোলনগুলির সমালোচনা করে সেগুলিকে সনাতন মূল্যবোধ ও সামাজিক সম্পর্ক ধ্বংস করার জন্য দায়ী করে। তারা সেগুলিকে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র হিসাবেও দেখে কারণ—সেই বিপ্লবগুলি ইহুদিদের মুক্তি আনে।

নাৎসীবাদ ও অন্যান্য ধরনের ফ্যাসিবাদ যে ধরনের ক্রমোচ্চ সমাজব্যবস্থা তুলে ধরে তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাম্যের ধারণার বিপরীত। কেরস বলেন, নাৎসীরা সাম্যবাদের বিরোধী, সমাজ সম্পর্কে এলিট মনোভাব পোষণ করে ও দাবি করে নাগরিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় উৎকৃষ্ট ব্যক্তি শীর্ষে থাকবে।

সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ ও কর্তৃত্ববাদের সম্পর্ক ও বিতর্কিত। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ কর্তৃত্ববাদের কে উগ্র ধরন; আবার কারো কারো মতে দুটি একদমই আলাদা।

জিন কির্কপ্যাট্রিকের মত neo-conservative কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষক সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ ও কর্তৃত্ববাদের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা বলেন, দুই ধরনের সরকারই রাজনৈতিক বিরোধীদের সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে, তবে কর্তৃত্ববাদী সরকারের মূল লক্ষ্য থাকে রাজনৈতিক বিরোধীরা; ব্যক্তি জীবনের সব দিক নিয়ন্ত্রণ

করা ইচ্ছাও থাকে না, ক্ষমতাও থাকে না। অন্যদিকে, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থায় শাসনব্যবস্থার দর্শন দাবি করে ব্যক্তির জীবনের সব দিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে; এমনকি, পেশা, আয় ও ধর্ম।

ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদের মত রাজনৈতিক তত্ত্বে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদকে চরমতম রাষ্ট্রবাদ হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু অন্য রাজনৈতিক, দার্শনিকরা এই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ। তাঁদের মতে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ একটি কার্যকর সরকার থেকে ধীরে ধীরে, ক্রমশ গড়ে উঠতে পারে।

এলা ব্যাপকভাবে দেখা গেছে যে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ একটি জনমোহিনী নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এর ফলে অনেক গবেষক মনে করেন সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের এক প্রেরণাসঞ্চারী বড় নেতার প্রয়োজন হয় যিনি শাসনের যৌক্তিকতা প্রদান করবেন। বাস্তবে দেখা যায়, ঐ ধরনের ব্যবস্থায় সর্বদাই এক সর্বশক্তিমান জীবিত নেতার প্রয়োজন হয় এবং আশা করে জীবনের সব বিষয়ে সেই নেতার কাছ থেকে নির্দেশ আসবে।

সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের সমালোচকরা অনেক সময়ই বলেন যে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ ও কর্তৃত্ববাদের মধ্যে কোন স্পষ্ট পার্থক্য নেই, যারা চায় কোন এক নায়কতন্ত্রকে অন্য একনায়কতন্ত্রের চেয়ে ভাল দেখাতে তারাই কৃত্রিম ভাবে এই পার্থক্যের সৃষ্টি করে। এছাড়াও আছে তারা যারা কোন বিশেষে একনায়কের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে ইচ্ছুক।

বলাবাহুল্য, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ গণতন্ত্রের নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এটা ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, তার অধিকার পদদলিত করে এবং তার স্বাধীনতার প্রতি কোন শ্রদ্ধা দেখায় না। সর্বক্ষণের আতঙ্ক, সন্দেহও বলপ্রয়োগ এ ব্যবস্থার ভিত্তি। সমাজে সুস্থ, স্বাভাবিক ভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া অপূরণীয়ভাবে ব্যাহত হয়।

৪.৬ সার সংক্ষেপ

সর্ব নিয়ন্ত্রণবাদকে কেউ কেউ চরম একনায়কত্ব হিসাবে দেখেন; অন্যরা সে দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেন। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদে রাষ্ট্র সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; এবং শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ক্ষেত্রও নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ, এক কথায় বলা যায়, কোন কিছুই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে না নাৎসী জার্মানি ও ফ্যাসিবাদী ইটালি সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের উদাহরণ। কিছু বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থার উত্থান ঘটে। প্রেরণাসঞ্চারী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতাকে দেখা যায় সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থার সৃষ্টি ও তা বজায় রাখায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে।

৪.৭ নমুনা প্রশ্ন

বড় রচনাত্মক প্রশ্ন :

১. সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ বলতে কী বোঝেন?
২. সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী শাসনের উদ্ভবের মূল কারণ কী কী?
৩. সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১. সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ স্বাতন্ত্র্য একনায়কতন্ত্রের থেকে কীভাবে পৃথক?
২. আমরা কি সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের ও কর্তৃত্ববাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি?
৩. সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থার কুফল কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. জিওভানি জেন্টিল কে ছিলেন?
২. সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের কবে উদ্ভব ঘটে?
৩. মুসোলিনি কোন বছর তাঁর বক্তৃতায় 'totalitarian' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন?

৪.৮ গ্রন্থসূচী

১. E. Fromm, Escape From Freedom.
২. H. Arendt. The Origins of Totalitariansim
৩. C. J. Friedrich and Z. K. Brezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy
৪. M. Curtis ed., Totalitarianism
৫. H. Buchheim, Totalitarian Rule.
৬. L. B. Schapiro, Totalitarianism.

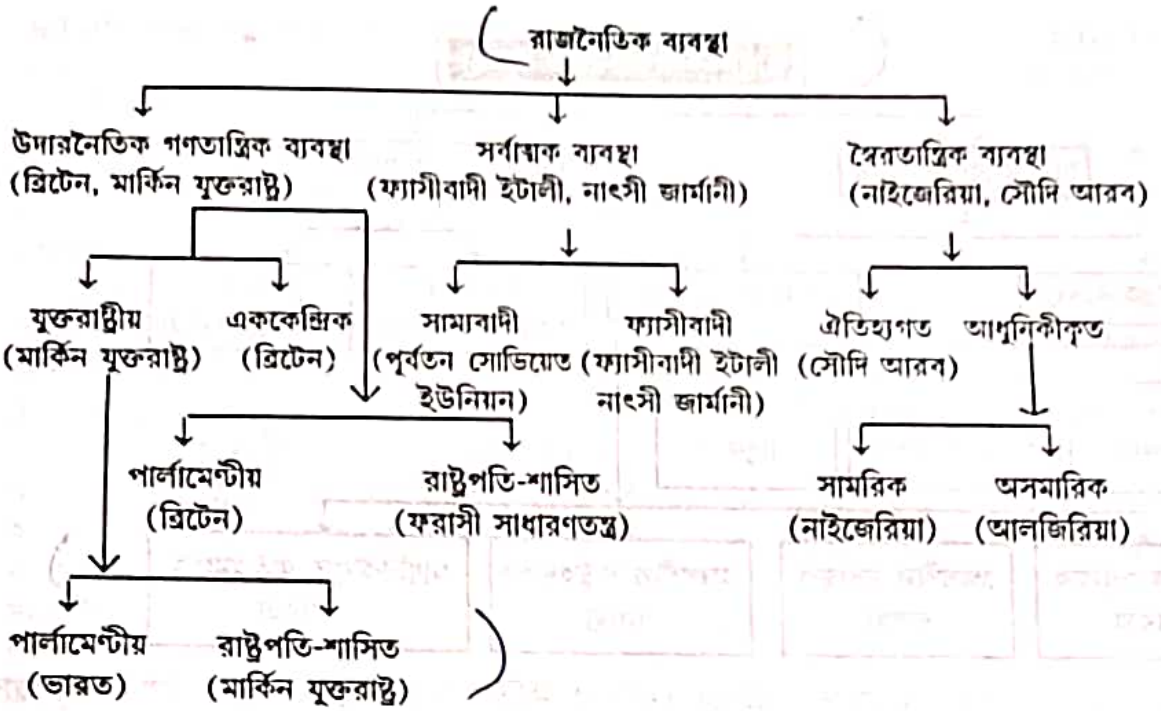

রাজনীতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কিত উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক ব্যবস্থাকে মূলত চারভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই চারটি ভাগ হল: (১) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Liberal Democratic System), (২) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Autocratic System), (৩) ফ্যাসীবাদী সর্বাত্মক ব্যবস্থা (Facist Totalitarian System) এবং (৪) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Socialist System)।

১১.৫ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Liberal Democratic System)

উদারনৈতিক রাজনীতিক ব্যবস্থা // উদারনৈতিক গণতন্ত্র বর্তমান পৃথিবীর ব্যাপক অংশে প্রবর্তিত আছে। বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধারণা অপেক্ষাকৃত জটিল বলে অনেকে মনে করেন। ব্লনডেল তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ *Comparative Government*-এ মন্তব্য করেছেন: "Liberal Democracy is .....difficult to define, as the major components of the combined index (free elections, existence of an opposition etc.) seem to defy rigorous operationalisation." উদারনৈতিক গণতন্ত্র হল এক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এর মধ্যে উদারনৈতিক দর্শন, চিন্তা ও ভাবধারা প্রতিপন্ন হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উদারনৈতিক দর্শনের বাস্তবায়ন এর মূল লক্ষ্য। মোটামুটিভাবে সপ্তদশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটে। এই সাবেকী উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দু'টি মূল নীতি হল রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা এ দু'টি নীতির স্রষ্টা হিসাবে পরিচিত। পরিবর্তীকালে বেন্থাম, জেমস্ মিল, জে. এস. মিল প্রমুখ দার্শনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশ সাধন করেন। তার ফলে এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও হিতবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার আবির্ভাব ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে সাবেকী উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। ডিউই, কোহেন প্রমুখ চিন্তাবিদ্ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আধুনিক রূপকে ব্যক্ত করেছেন।

ফাইনারের বিশ্লেষণ // উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে ফাইনার (S. E. Finer) এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে কয়েকটি মূল ধারণার কথা বলেছেন। তিনি এই ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর জোর দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক ভিত্তি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন: (ক) জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত ও জনমতের কাছে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থাই হল গণতন্ত্র (খ) এই জনমত বলতে বোঝায় জনগণের প্রকাশ্য ও স্বাধীন মতামতকে; এবং (গ) সকলের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে ধরে নিলেও বাস্তবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের প্রাধান্য অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফাইনারের মতে উদারনৈতিক গণতন্ত্র হল শর্তাধীন বা সীমাবদ্ধ গণতন্ত্র। তিনি বলেছেন: ".....liberal democracy is a qualified democracy." কারণ এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও শ্রেণী বিশেষের স্বার্থের নিরাপত্তার দ্বারা সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের নামে শ্রেণী বিশেষের স্বার্থরক্ষার উপায়ে পরিণত হয়। এই ব্যবস্থা উদারনৈতিক, কারণ সমাজের বৈচিত্র্য বা বহুমুখীনতাকে এখানে স্বীকার করা হয়ে থাকে।

স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে উদ্যোগী হয়। বল বলেছেন: "Pressure Groups are able to operate to influence government decisions."

(১২) উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জনকল্যাণমূলক আদর্শ ও সরকারের রাজনৈতিক অংশের ঘন ঘন পরিবর্তনের জন্য সরকারের অ-রাজনৈতিক অংশ বা স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের গুরুত্ব ও প্রাধান্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ উদারনৈতিক গণতন্ত্র বহুলাংশে আমলাতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে।

(১৩) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সংবাদপত্র, বেতার প্রভৃতি গণসংযোগের মাধ্যমগুলির স্বাধীনতা স্বীকৃত। এগুলিকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না। গণসংযোগের মাধ্যমগুলি সরকারের সমালোচনা করতে পারে। বল বলেছেন: "...there is a substantial amount of independence and freedom from government control of the mass media, i.e. radio, television, newspapers."

(১৪) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা দখলের জন্য খোলাখুলি প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে কোন রকম গোপনীয়তা থাকে না। এই প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়। বল বলেছেন: "The competition for power is open not secretive and is based on established and accepted forms of procedure."

(১৫) রাজনীতিক ক্ষমতাযুক্ত বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ও আসীন হওয়ার বিষয়টিও অপেক্ষাকৃত খোলামেলা। বল বলেছেন: "Entry and recruitment to positions of political power are relatively open."

উদাহরণ // উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার কথা বলা হয়। এই দুটি দেশে নাগরিক জীবনের সব রকম পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত। উভয় দেশের শাসনব্যবস্থাতেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের স্থান শীর্ষে। এই সমস্ত দেশে জনগণই হল সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল উৎস। তা ছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান। বল বলেছেন: "The political systems of Britain, France, Sweden, 'The United States,' West Germany etc. can be grouped together under the lebel liberal democratic, thereby stressing certain important characteristics these political systems possess in contrast to other political systems." বর্তমানে ভারত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও এই শ্রেণীর।

সমালোচনা (Criticism) // বিরুদ্ধবাদীরা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে থাকেন।

(১) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

(২) এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক সাম্যকে স্বীকার করা হয়, কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। অথচ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য থাকলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতানুসারে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র মূল্যহীন।

(৩) উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও ধনবৈষম্যের কারণে সুষ্ঠু জনমত গঠিত হতে পারে না। কারণ আর্থিক দিক থেকে প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং এই ব্যবস্থায় যে জনমত গঠিত হয় তা বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থবাহী মতামত বই কিছু নয়। একে প্রকৃত জনমত বলা যায় না।

(৪) এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা অলীক প্রতিপন্ন হয়। কারণ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধনবৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় বিচারকদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। তার ফলে ন্যায়-বিচারের আশা দুরাশায় পরিণত হয়।

(৫) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত। তার ফলে বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্তি, অনৈক্য প্রভৃতি বহুদলীয় ব্যবস্থার যাবতীয় ত্রুটি এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় দেখা যায়।

(৬) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ ও প্রতিনিধিত্বের যে সকল পন্থা-পদ্ধতির কথা বলা হয় তা বাস্তবে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হতে দেখা যায় না।

(৭) এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উৎপাদন ও বণ্টনের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতির জন্য সরকারের জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনাও ফলপ্রসূ হয় না।

(৮) অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের শাসন মুষ্টিমেয়ের শাসনে পরিণত হয় এবং কার্যক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া নির্বাচনও সব সময় অবাধ হয় না।

ব্যাপক সমালোচনা সত্ত্বেও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উপযোগিতাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় জনগণ বেশ কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করার সুযোগ লাভ করে। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসনের তুলনায় সাধারণ মানুষের কাছে উদারনৈতিক গণতন্ত্র কাম্য।

বলের পর্যালোচনা ।। বল উদারনৈতিক রাজনীতিক ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থা বহু ও বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এই উপাদানগুলির পারস্পরিক উপযোগিতা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। বল বলেছেন: "A major problem is the relative importance of the different variables." উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিযোগিতামূলক দলীয় ব্যবস্থা বর্তমান। অপরদিকে তানজানিয়ায় এক-দলীয় ব্যবস্থা বর্তমান। অথচ জনসাধারণের পৌর অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ তানজানিয়ার থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় অধিকতর কঠোরভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলতে কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতাকে বোঝায়। দেশবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই আনুষ্ঠানিক রাজনীতিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া বিচার-বিভাগ শাসন-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে কতদূর মুক্ত এবং গণ-সংযোগের মাধ্যমগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে কতটা স্বাধীন তাও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। বল বলেছেন: "The degree to which the judiciary is independent of executive control or the massmedia free of government sensorship are very important questions." ১৯৭৫ সালে জারি করা জরুরী অবস্থার প্রাক্কালে শ্রীমতী গান্ধীর সরকার সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশিপ চালু করেছিল এবং বিনাবিচারে বিরোধী রাজনীতিক নেতাদের গ্রেপ্তার ও আটকের ব্যবস্থা করেছিল। এই কারণে বিরুদ্ধবাদীরা শ্রীমতী গান্ধীর শাসনাধীন ভারতকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে বলের অভিমত হল: "But here we meet the problems of change and the fact that few political systems are static". বল এ ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। বিষয়টি হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটিশ সরকার সুদূরপ্রসারী ব্যাপক ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিলেন। এই সমস্ত ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: বিনাবিচারে গ্রেপ্তার ও আটক, সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, নির্বাচনের উপর স্থগিতাদেশ, শ্রমিকদের নির্দেশ প্রদান প্রভৃতি। এখন বলের প্রশ্ন হল এই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেট ব্রিটেন কি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল? তবে এ প্রসঙ্গে বল বলেছেন: "Of course, the nature of the emergency, the agreement of all the main political parties and the apparent consent of the British people to these draconian powers were very important consideration, yet the example does underline some of the difficulties in classification." এ প্রসঙ্গে পরিশেষে বলের আর একটি দীর্ঘ মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "....the concept of liberal democracy is flexible enough to be able to group together various systems by emphasising certain essential characteristics and usefully to contrast these systems with other broad categories of political system."

১১.৬. স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Autocratic Political System)

কর্তৃত্বমূলক বা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা ।। স্বৈরতন্ত্র বা একক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা হল উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিপরীত রাজনৈতিক আদর্শ। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের নাগরিক স্বাধীনতা এখানে থাকে না। শুধু তাই নয় স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় অবাধ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, জনমত প্রকাশের স্বাধীন সুযোগ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা প্রভৃতি অস্বীকৃত ও অনুপস্থিত। এখানে আইনের অনুশাসন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয় না। স্বৈরতন্ত্রে জনমতের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। এই সকল কারণে অনেকে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সর্বাত্মক ব্যবস্থার (Totalitarian System) অনুপন্থী বলে মনে করেন। কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সর্বাত্মক ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অ্যালান বল-এর মতে এ কোন স্বল্পস্থায়ী বা অস্থায়ী ব্যবস্থাও নয়।

বৈশিষ্ট্য ।। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজসাধ্য নয়। বল তাঁর *Modern Politics and Government* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "...autocracy, probably gives rise to more difficulties of conceptualisation than either liberal democracy or totalitarianism." অ্যালান বলকে অনুসরণ করে স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়।

(১) স্বৈরতন্ত্রে রাজনৈতিক দল গঠন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। বলের কথায়: "There are important limitations on open political competition."